ডাটা এন্ট্রি ঃ সম্ভাবনা ও সমস্যা

— জাভেদ ইকবাল

সম্প্রতি কমপিউটার জগৎ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু করেছেন। উদ্দ্যেশ্যটি মহৎ আর তাই প্রাসঙ্গিক কিছু কথা নিয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রথমেই দেখা যাক দেশজ প্রেক্ষাপট। এই মুহূর্তে যদি বড় কাজ বাইরে থেকে আসে, তা সম্পন্ন করার জন্য প্রায়োজনীয় পরিস্থিতি, সম্পদ ও প্রযুক্তি এবং জনশক্তি আমাদের আছে কি?

পরিস্থিতি বা বাতাবরণ ঃ সরকারী মনোভাব নিশ্চিন্ত ভাবেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারীর সপক্ষে থাকবে, তবে এ জন্য প্রয়োজন নীতি নির্ধারকদের বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। দুঃখের কথা, তা তাদের নেই, সম্প্রতি টি এণ্ড টি একটি ডাটা প্রসেসিং করার টেণ্ডারে পূর্বশর্ত হিসাবে একটি সুপার মিনি কমপিউটার শর্ত জুড়ে দিয়েছে। মানসিকতার দিক দিয়ে ষাটের দশকে পড়ে থাকা এই তথাকথিত বিজ্ঞ (?) নীতি নির্ধারক ব্যাক্তিরা জানেন না ইউনিক্স চালালে আজকের একটি ৪৮৬ কমপিউটার দশবছর আগের মিনিতো বটেই, মেনফ্রেমকেও পেছনে ফেলে দেবে।

সম্পদঃ প্রাসঙ্গিক ভাবেই সম্পদ এসে গেল। বৎসর দুয়েক আগের একটি সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বাংলাদেশের বাকি সবকটি প্রতিষ্টান তাদের মেনফ্রেম কমপিউটারের ক্ষমতার ৫% বা তারও কম ব্যবহার করছে। ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই দু বছরেও পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। আর অত্যাধুনিক মাইক্রো কমপিউটার ডেস্কটপেই আজ মেইনফ্রেমের ক্ষমতা এনে দিয়েছে। সুতরাং প্রচুর কমপিউটিং ক্ষমতা আজ অব্যবহৃত পড়ে আছে যা ডাটা এন্ট্রির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি ঃ ডাটা এন্ট্রি এমন একটি শিল্প যার প্রয়োগের জন্য উচ্চদরের প্রযুক্তির প্রয়োজন নেই। যে গ্রাহকের জন্য ডাটা এন্ট্রি করতে হবে তার সাথে কমপাটিবল একটি ফাইল ফর্মাট এ ডাটা এন্ট্রি করাই মূল কথা। তার সাথে data validation এর ব্যবস্থাও রাখতে হবে। আর এই ধরনের কাজে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যাক্তিরা বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার।

তাই নির্দ্বিধায় বলা চলে, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিও বাংলাদেশের আছে।

জনশক্তি ঃ কাকরাইল মোড় বা ওসমানী উদ্যানের পাশে টাইপিস্ট ছাউনি সবার চেনা। এদেরকে নিয়ে একটি ব্যাক্তিগত জরীপের ফলাফল তুলে ধরছি।

কথা বলা হয়েছে ঃ ২১ জন এর সাথে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এইচ এস, সি (সর্বনিম্ন)

বয়স ঃ ১৮ (সর্বনিম্ন) — ৫৮ (সর্বোচ্চ)

টাইপিং ঃ ৪০ শব্দ/মিনিট (গড়)

যদি ধরে নেয়া যায়, প্রত্যেকটি শব্দে গড়ে ৫টি অক্ষর থাকে, তবে গতি দাড়ায় ঃ ২০০ অক্ষর/মিনিট বা, ২০০× ৬০ অক্ষর/ঘণ্টা

[কাজের সময় ৭ ঘণ্টা প্রতি দিন ধরে] বা, ২০০× ৬০ × ৭ অক্ষর/ দিন বা ৮৪,০০০ অক্ষর প্রতি দিন। ভুলের পরিমাপ ঃ ১% মাত্র।

যদি এটাকে আমরা ধরি যে ১০% ভুল হওয়ার ফলে আবার এন্ট্রি করতে হবে, এতেও আমরা পাই ৭৫,৬০০ অক্ষর / দিন। আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে কেবল নিউমেরিকাল ডাটা এন্ট্রির বেলায় গতি আরো বাড়বে, আবার ঠিকভাবে তৈরী করা ডেটাবেস হলে আপারকেস বা লোয়ারকেস নিয়েও এন্ট্রির সময় ভাবতে হবে না, ফলে সফলতা বাড়বে, ডাটা এন্ট্রি হবে আরো দ্রুত।

এদের প্রশিক্ষন সময়? এদের অনেকের অভিজ্ঞতা এক দশকের ও আছে, তবে একমাস অভিজ্ঞতা সম্বল, এমন তরুনেরও দেখা পাওয়া গেল। তাই ধরে নেয়া যেতে পরে, সাত দিনের নিবিড় প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সফল ডাটা এন্ট্রি অপারেটর তৈরী করে নেয়া সম্ভব, ফলে উদ্বৃত্ত বেকারের এই দেশে জনশক্তি অন্তত কোন সমস্যা হবে না।

অভাব কি কিছুরই নেই? আছে। প্রয়োজনীয় কপিরাইট আইনের প্রয়োগ নিয়ে বিদেশে দুশ্চিন্তা আছে, এই বিশ্বাস আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কর আইনের মারপ্যাচে কমপিউটারের চাইতে যন্ত্রাংশের দাম বেশী হয়ে আছে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে। শুল্ক ও রাজস্ব বিভাগে মোটা মাথার অবশ্য অভাব নেই। এই মহা প্রভুরা ডাটা কার্টিজ কে ভাবেন বন্দুকের কার্টিজ। এই অচলায়তন ভাঙতে হবেই। আর অভাব আছে বিশ্বাসযোগ্য Data Transmission সুযোগ সুবিধার। কুরিয়ার সার্ভিস দিয়ে অপটিক্যাল ডিস্ক বা টেপ পাঠানো একটা সমাধান হতে পারে, কিন্তু সাথে থাকতে হবে High Speed টেলি-কমিউনিকেশন সিস্টেম।

আর অভাব আছে আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর সম্ভাবনাময় গ্রাহকদের আস্থার। প্রগতির নামে শ্রমিক শোষন আমরা চাইনা। সাথে এটা চাইনা যে ডেডলাইনের প্যাচে পড়ে মালিকপক্ষ শ্রমিকের অন্যায় দাবী মেনে নিক। তাই ডাটা এন্ট্রি শিল্পের জন্য শিল্প আইনের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন দরকার।

তথ্য বিপ্লবের ঢেউ আজ চারদিকে। অস্ত্র প্রতিযোগীতার পাগলা ঘোড়া বশ মেনেছে, বাজেটের বিরাট অংশ এখন পরাশক্তিগুলো ব্যবহার করবে জনকল্যাণে। কথাটা প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে, লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস পুরোটা কমপিউটারাইজ করার প্রায় ১৫ বছর আগের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার মত সময় ও বাজেট এই প্রথম আমেরিকান সরকারের হাতে আছে। যদি এবং যখন এটা করা হয়, আমরা চাই না চাই, এর বিরাট শক ওয়েভ আমাদের ওপর দিয়েও যাবে।

যদি আমরা তৈরী না থাকি, আমাদের পেছনে ফেলে বাকিরা এগিয়ে যাবে। যেমন ইতিমধ্যেই ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপিনস প্রতিবছর প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের ডাটা এন্ট্রির কাজ করছে। যদিও তাদের শ্রমমূল্য আমাদের চেয়ে কিছুটা বেশী। তাই সময় থাকতে থাকতে আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে।

লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসে এখন প্রায় সাড়ে সাত কোটি বই আছে। একজন লোক যদি প্রতিদিন একটি করে বই পড়ে, তবে তার প্রায় দুই লক্ষ বছর লাগবে পুরো লাইব্রেরীটি পড়ে শেষ করতে। পুরোটা কমপিউটারে এন্ট্রি করতে লাগবে ত্রিশ লক্ষ বৎসর (৩০,০০,০০০ মানব বর্ষ)।

কর্ম সংস্থানের কি বিরাট সুযোগ। সরকারী পর্যায়ে কি আমেরিকান সরকারকে অ্যাপ্রোচ করা যায় না?

ডাটা এন্ট্রি করার কাজ দাও। বিষয়টা গভীর ভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস সম্পর্কিত খবরের জন্য জনাব আফতাবুল ইসলাম, কান্ট্রি ম্যানেজার, এন, সি, আর, ।■

ডাটা এন্ট্রির সাথে জড়িত একটি প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে এক বছরের সম্ভাব্য খরচ ও প্রাসঙ্গিক খতিয়ান ঃ

প্রারম্ভিক খরচ* ঃ	পরিমান	মূল্য, টাকা
মূল কমপিউটার ঃ মাল্টিপ্রসেসর 80486 / 68040 / RISC	১ টি	১০,০০,০০০
অপারেটিং সিস্টেম ঃ ATN&T UNIX system V rel.4 বা সমতুল্য	১৬ গ্রাহক লাইসেন্স	
অন্যান্য হার্ডওয়ার ঃ ডাম টারমিনাল,	১৬ টি	৪,৫০,০০০
টেপ ব্যাক আপ অপটিকাল ড্রাইভ	১ টি	১,৫০,০০০
সফটওয়্যার ঃ আর ডি. বি. এম. এস.	১৬ টি গ্রাহক লাইসেন্স	২,৫০,০০০
	মোট প্রারম্ভিক খরচ ঃ	টাকা ১৮,৫০,০০০

* এই হিসাব খুবই প্রাথমিক এবং ডাটা এন্ট্রির পর তা স্থানান্তরের মাধ্যম ধরা হয়েছে কুরিয়ার সার্ভিস।

মাসিক খরচ ঃ

বিদ্যুৎ	ঃ	১০,০০০
বাড়ী ভাড়া	ঃ	৫,০০০
ওভারহেড	ঃ	২৫,০০০
ব্যবস্থাপনা/ বেতন	ঃ	২৫,০০০
অন্যান্য	ঃ	২৫,০০০
মোট মাসিক খরচ =		টাকা ৯০,০০০